180341 - শরয়ি আমলগুলোর স্তরভদে ও প্রত্যকে স্তররে উদাহরণ

প্রশ্ন

ফরয (আবশ্যকীয়), মুস্তাহাব (আবশ্যকীয় নয়), মুবাহ (ঐচ্ছকি), মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ও হারাম (নষিদ্ধি)। আমি আশা করব, আপনারা আমাকে প্রত্যকে শ্রণেীর একটি করে উদাহরণ জানাবনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ওয়াজবি: যা পালন করার জন্য শরয়িতপ্রণতো আবশ্যকীয়ভাবে নর্দিশে দয়িছেনে।

এর উদাহরণ হচ্ছ- পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানরে রোযা, যাকাত দয়োর সামর্থ্যবান হলে যাকাত, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ।

'ওয়াজবি'-কে فرض (ফরয), فريضة (আবশ্যকীয়), حتم (অপরহিার্য), لازم (অনবিার্য) ইত্যাদওি বলা হয়। এ ধরণরে আমল সম্পাদনকারী সওয়াব পাবনে এবং না করলে শাস্তি পাবে।

দুই:

মানদুব: যা পালন করার জন্য শরয়িতপ্রণতো নর্দিশে দয়িছেনে; তবে আবশ্যকীয়ভাবে বা অপরহিার্যরূপে নয়।

এর উদাহরণ হচ্ছ- কয়িামুল লাইল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে সাথরে সুন্নত নামাযগুলো ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে অতরিক্তি নামাযগুলো, প্রতি মাসে তনিদনি রোযা রাখা, শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখা, গরীবদরেকে দান-সদকা করা এবং নয়িমতি যকিরি-আযকার ও ওযফিাগুলো পড়া।

'মানদুব'-কে মুস্তাহাব, সুন্নত, মাসনূন, নফল ইত্যাদওি বলা হয়। এ ধরণরে আমল পালনকারী সওয়াব পাবনে; তবে বর্জনকারী শাস্তি পাবে না।

তনি:

হারাম বা নষিদ্ধি: যাতে লপ্তিি হওয়া থকেে শরয়িতপ্রণতো আবশ্যকীয়ভাবে নষিধে করছেনে। যমেন- ব্যভচিার, মদপান, পতিামাতার অবাধ্যতা, দাঁড়ি না রাখা, নারীদরে বপেরে্দা চলাফরো করা।

হারাম কাজ বর্জনকারী সওয়াব পাবনে, আর হারামে লপ্তিি ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে।

চার:

মাকরুহ: যাতে লপ্তিি হওয়া থকেে শরয়িতপ্রণতো নষিধে করছেনে; তবে আবশ্যকীয়ভাবে নয়। যমেন- কোন কছিু বাম হাতে গ্রহণ করা ও বাম হাতে প্রদান করা। নারীদরে জন্য মৃতব্যক্তরি জানাযার সাথে যাওয়া। এশার নামাযরে পর আলাপ-আলোচেনা করা, কাঁধ খালি রখেে এক কাপড়ে নামায আদায় করা, ফজররে নামাযরে পর সূর্যোদয়রে আগে নফল নামায পড়া এবং আছররে নামাযরে পর সূর্যাস্তরে আগে নফল নামায পড়া।

মাকরুহ আমল বর্জনকারী সওয়াব পাবনে; কন্তিু মাকরুহ আমলে লপ্তিি হলে শাস্তি দওেয়া হবে না।

পাঁচ:

মুবাহ বা হালাল বা জায়যে: যে আমলরে সাথে সত্তাগতভাবে কোন আদশে বা নষিধে সম্পৃক্ত নয়।

যমেন- পানাহার করা, বচোকনো করা, পর্যটনমূলক বা জীবকিার সন্ধানে ভ্রমণ, রযমানরে রাতরেবলো স্ত্রীদরে সাথে সহবাস করা।

মুবাহ –এর সংজ্ঞাতে 'সত্তাগতভাবে' কথাটি এ জন্য বলা হয়ছেে যহেতেু হতে পারে এর সাথে তৃতীয় কোন একটি বষিয় সম্পৃক্ত হয়ে সটোকে নর্দিশেতি কংিবা নষিদ্ধি বষিয়ে পরণিত করবে।

উদাহরণত: 'পানি খরদি করা' মূলত একটি মুবাহ কাজ। কন্তিু, যদি পানি খরদি করার উপর ফরয নামাযরে জন্য ওযু করা আটকে থাকে সক্ষেত্রে পানি খরদি করা ওয়াজবি। কনেনা যে মাধ্যম ছাড়া কোন ওয়াজবি কর্ম সম্পাদতি হয় না সে মাধ্যমও ওয়াজবি।

আরকেটি উদাহরণ- পর্যটনমূলক ভ্রমণ মূলত একটি মুবাহ কাজ। কন্তিু, এ ভ্রমণ যদি হয় বধির্মী কোন দশেে যখোনে ফতিনা, পাপাচার ও ব্যভচিার ইত্যাদরি সয়লাব; এমন ভ্রমণ হারাম। কনেনা এ ভ্রমণ হারাম কর্মে লপ্তিি হওয়ার মাধ্যম।

এ বষিয়ে আরও জানতে পড়তে পারনে: ইবনে কুদামার লখিতি 'রওযাতুন নাযরে ওয়া জুন্নাতুল মুনাযরি' (১/১৫০-২১০), যারকাশরি লখিতি 'আল-বাহরুল মুহতি' (১/১৪০-২৪০) এবং ইবনে উছাইমীনরে 'শারহুল উসুল মনি ইলমলি উসুল' (৪৬-৬৮)।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।